10-7-37

ইন্দিরা

জি, সি, টকীজের

প্রথম অর্ঘ্য—

—বঙ্কিমচন্দ্রের—

চিত্র পরিবেশক :—

প্রাইমা ফিল্মস্ লিমিটেড,

কলিকাতা।

ছোলো পরিচয়

প্রযোজক—
গোকুল শীল
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—
তড়িৎ বসু এম্, এ, বি, এল্
সঙ্গীত রচয়িতা—
কৃষ্ণধন দে এম্, এ
চিত্রশিল্পী—
যশোবন্ত ওয়াশীকর
শব্দযন্ত্রী—
সমর ঘোষ
সুরশিল্পী—
রাম পাল
রসায়নাগারাধ্যক্ষ—
বি, কর
সহঃ পরিচালক ও দৃশ্য-পরিকল্পনা—
বংশী আশ
সম্পাদক ও ব্যবস্থাপক—
ভোলা আঢ্য
সহঃ ব্যবস্থাপক—
নরেন পাল
স্থির-চিত্র-শিল্পী—
মণি গুহ

ভূমিকা লিপি

ইন্দিরা	...	জ্যোৎস্না গুপ্তা
সুভাষিণী	...	শেফালিকা (পুতুল)
রমণ	...	অহীন্দ্র চৌধুরী
উপেন	...	বিনয় গোস্বামী
উপেনের পিতা	...	হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
উপেনের বন্ধু	...	বেচু সিংহ
হরমোহন	...	কিশোরীলাল মুখার্জ্জী
ডাকাত সর্দ্দার	...	ললিত মিত্র
ডাকাত	...	ভূপেন দাসগুপ্ত (এঃ)
কৃষ্ণদাস	...	ফণী রায়
কৃষ্ণদাসের স্ত্রী	...	হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী)
পিয়ারী ঠান্‌দী	...	আঙ্গুরবালা
যমুনা ঠান্‌দী	...	মনোরমা
কামিনী	...	লক্ষ্মী সোম
হারাণী (ঝি)	...	পদ্মাবতী
রমণের পিতা	...	কার্ত্তিক দে
রমণের মাতা	...	ইন্দুবালা
বাম্‌নী	...	কুসুমকুমারী
ঝি	...	প্রমীলাবালা
খোকা	...	বাসু

দেবদত্ত ফিল্ম ষ্টুডিওতে গৃহীত।

"প্রাইমা ফিল্মসের তরফ্ হইতে শ্রীঅখিল নিয়োগী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। প্রাইমা ফিল্মস্ কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত ও ৭৬।৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। ১৮নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত। সেলিং এজেণ্ট—বি, নার্ন।

ইন্দিরা

গল্পাংশ

মধুর মিলনের মুহূর্ত্ত—সে কি ভোলা যায়?

সত্যিই ত' 'শুভ-দৃষ্টি' হ'য়ে দাঁড়াল, উপেন—ইন্দিরার অন্তর্দৃষ্টির আকর্ষণ। তাই ধনী দরিদ্রের ব্যবধান, মহেশপুর—মনোহরপুরের দূরত্ব,—কিছুই তা'দের সুখ-স্বপনের পথে কোন-রকমেই অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়াতে পারে নি। বরং সংসারের সব কাজ-কর্ম্ম দূরে সরিয়ে, উপেনের একমাত্র চিন্তা হ'ল—'পূর্ণ-মিলন'—ইন্দিরাও সেই স্বপনে বিভোরা।

স্বপ্ন বুঝি সত্য হ'তে চ'ল্‌ল। ইন্দি-

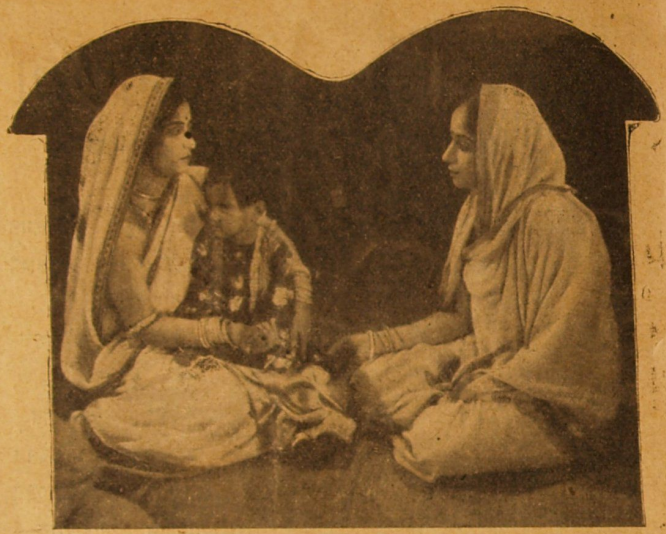

রাকে নিতে শ্বশুরবাড়ী থেকে লোক এল। অলক্ষ্যে তার অন্তরে একটা পুলক-শিহরণ মেতে উঠ্‌ল। কিন্তু,—কিন্তু—

"আগে জামাই টাকা উপায় ক'রতে শিখুক, তা'র পর বৌ নিয়ে যাবে—"

—একি বিষয়ী জমিদারের গর্ব্ব,—না তা'রই পিতার নির্ম্মম ভুল? সে যাই হ'ক,—সহ্য ক'রতে না পেরে স্বপণ-হারা সোনার-কমল শয্যাশায়ী হ'ল,—অভিমানে উপেন গৃহত্যাগ ক'রল।

দুঃখে—অপমানে উপেনের পিতা পরামর্শ ক'রতে উপস্থিত হ'লেন, কল্‌কাতায় তাঁর উকিল রমণবাবুর গৃহে। পরামর্শ চ'ল্‌ল অনেক রাত পর্য্যন্ত। আনন্দময়ী স্ত্রী, সুভাষিণীর কক্ষে প্রবেশ ক'রতে রমণবাবুর হ'ল—১৯ মিনিট-৪৯ সেকেণ্ড বিলম্ব। প্রেমের আইনে একি কম দোষ? 'Homely-magistrate' শ্রীমতী সুভাষিণীর বিচারে ভাগ্যবান রমণবাবু দোষী সাব্যস্ত হ'লেন,—আর তাঁ'র দণ্ড হ'ল—'মিষ্টি-fine'।

দিনের পর দিন কেটে গেল। সুদূর পাঞ্জাবে, উপেন একবৃদ্ধ কমিসরিয়েটের সাহায্যে প্রচুর অর্থ উপায় ক'রল।—তবুও তা'র বিরহী মন বার-বার ব'লে উঠ্‌ল,—"টাকা সুখের নয়, বড়জোর সুখের সহায়ক"! সত্যিকারের 'সুখের সন্ধানে' সে আবার ফিরে এল দেশে,—ইন্দিরাকে আন্‌তে সে পাল্কী পাঠাল।

এই মিলনের আশা-ই ত' বিরহিণী ইন্দিরাকে এতদিন সঞ্জীবিত ক'রে রেখেছিল। আনন্দে, আগ্রহে পাল্কীর পানে এগুতে গিয়ে, সে পেলো বাধা—! শুধু বাধা ত' নয়,—বুঝি বিধাতার অজ্ঞেয় সঙ্কেত! সঙ্কেত সত্যে পরিণত হ'ল কালাদিঘীর পাড়ে,—ডাকাতেরা চুরমার ক'রলে ইন্দিরার পাল্কী, সঙ্গে সঙ্গে ইন্দিরার সুখ।

উন্মাদ হ'য়ে উপেন ছুট্‌ল ইন্দিরার সন্ধানে।—উপেনের বন্ধু ছুট্‌ল উপেনকে বাঁচাতে।

মিলন-হারা মন চায় মৃত্যু! ইন্দিরা প্রার্থনা ক'রল মৃত্যু,—উপেন আলিঙ্গন ক'রল মৃত্যু—।

মৃত্যু কিন্তু হেসে সরে দাঁড়াল! বন্ধুর বুদ্ধিতে উপেন বাধ্য হ'য়ে কল্‌কাতায় চ'ল্‌ল।

ইন্দিরার ভাগ্যে বুঝি আরও দুর্ভোগ;—এক ডাকাত চায়, তা'র রূপের ভোগ। এমনি দুর্য্যোগের দিনে, সতীর মুখ চায় বুঝি 'শক্তি,'—সেই 'শক্তি'র প্রসাদে সে সতীত্ব বাঁচিয়ে, আশ্রয় নিলে এক ধার্ম্মিক, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পায়। ব্রাহ্মণের যজমান কৃষ্ণদাস সস্ত্রীক তীর্থযাত্রী;—তা'দের সঙ্গে ইন্দিরা চ'ল্‌ল কল্‌কাতায়,—সেখানে তা'র কাকাবাবু থাকেন।

কল্‌কাতার পথে,—নৌকায় চলেছে ইন্দিরা,—ডাঙ্গায় চলেছে উপেন। একের প্রাণে, অন্যের মিলনের মূর্ত্তি,—একের সামনে অন্যের আকাঙ্ক্ষিত

দন। তবু তাঁদের মিলন বাস্তবে পরিণত হ'ল না। এরা কি পাপ ক'রেছে যে এত শাস্তি—!

ইন্দিরা এ'ল কলকাতায়, কিন্তু তা'র কাকার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। সুতরাং সে হ'য়ে দাঁড়াল কৃষ্ণদাসের স্ত্রীর পথের বোঝা। তা'কে ঘাড়ে নিয়ে ত' আর "ধম্ম-পুণ্যি বন্ধ করা যায় না"। তাই পরামর্শ এল "সুবোর বাড়ী ঝি-বৃত্তি কর"। 'সুবো' শুনে ইন্দিরার ধারণা হ'ল, 'সাহেব-সুবো' দরের একটা লোক; কিন্তু, তা'র সামনে এসে দাঁড়াল, হাস্যময়ী সুভাষিণী। আপন-করা সুরে ব'ললে সে,—"সাহেব-সুবো ত' আমি নই,—আমি শুধু সুবো"; আর চমক লাগাল তা'র ছোট্ট খোকা,—

"আমি ছুছু ছায়েব"! বড় দুঃখেও ইন্দিরার মুখে দেখা দিল সুখের রেখা। খোকার হাত ধরে ইন্দিরা চ'ল্‌ল সুভাষিণীর বাড়ীতে,—নামে রাঁধুনী, অন্তরে কিন্তু 'সমবেদনার সই,'—'বেয়ান'—।

উপেন এ'ল কল্‌কাতায়। তা'র পিতার পরামর্শে উকিল রমণবাবু চেষ্টা ক'রতে লাগলেন,—উপেন যা'তে আবার বিয়ে করে। কিন্তু উপেনের "প্রাণ চায় একমাত্র ইন্দিরা"।

দিনের আলোয় ইন্দিরা সবার সামনে হাসে, কিন্তু রাতের আঁধারে সে নিভৃতে কাঁদে। দরদী-সখি সুভাষিণী, তা'র বেদনার ভাগ নিতে চাইত।

জমাট-বাঁধা দুঃখের বোঝা হাল্কা ক'রে, একটু সান্ত্বনা পা'বার আশায়, একদিন ইন্দিরা তা'র 'সই'কে জানাল, তা'র সকল বেদনার কাহিনী। আপন-হারা হ'য়ে সুভাষিণী জা'ন্‌তে চাইল,—"তোমার স্বামীর নাম কি ভাই?" ম্লান হেসে ইন্দিরা অভিযোগ ক'রলে—যাঁকে পলকে পলকে ডাক্‌তে ইচ্ছে ক'রে, পোড়া দেশে তাঁরই নাম ধরতে বারণ;—তাঁকে যে কি ব'লে ডাক্‌ব তা-ও পোড়া দেশের ভাষায় নেই।" তবু তা'র নিস্তার নেই,—বানান ক'রে তাকে ব'ল্‌তে হ'ল—"উ—পে—ন্দ্র"।

উপেন্দ্রের রক্ত মাংসের শরীর। কল্‌কাতার কামের আবহাওয়ার মধ্যে, তা'র শরীরটা হ'য়ে পড়ল, নিতান্তই দুর্ব্বল। ইন্দিরার শুভ-সংবাদ দিতে রমণবাবু তা'র কাছে ছুটে এলেন। জর্জ্জরিত উপেন আগেই ব'লে ব'সল,—"আমি আবার বিয়ে ক'রব রমণবাবু।" নীরবে রমণবাবু উপেনকে তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গেলেন।

নিমন্ত্রণে বসেছে, তখনও কিন্তু উপেনের চোখ-জোড়া কামের নেশা। এমনি অবস্থায় চারি চক্ষের মিলন হ'ল। উপেন ইন্দিরাকে চিন্‌ল না,—ইন্দিরা বুঝি তা'কে চিন্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে তার অশ্রু জানাল,—"সধবা হ'য়েও আমি জন্ম-বিধবা, কেন?"

তা'রপর?—তা'রপর, ঘটনা-স্রোতের মধ্যে দেখা দেবে;—রমণের বুদ্ধি,—সুভাষিণীর সোহাগ—উপেনের উন্মাদনা—ইন্দিরার আন্তরিকতা—।

এমনি ক'রে প্রেমিক-প্রেমিকা এগিয়ে চ'ল্‌বে তাদের মধুর-মিলনের পথে

শেষে হয়ত' সবাই স্বীকার ক'র্‌বে,—"প্রেমের ঠাকুর, তুমি বিরহের সৃষ্টি কর, মিলন মধুরতর ক'র্‌বার জন্য"—।

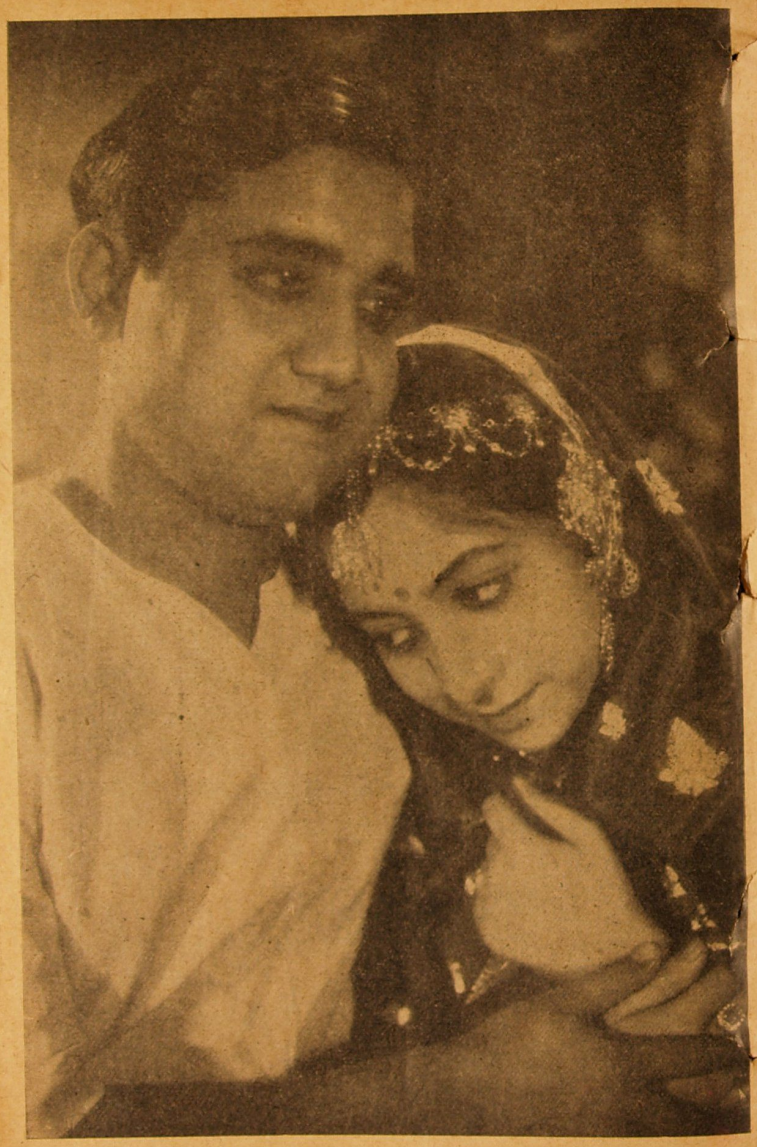

সঙ্গীতাংশ

ঠান্‌দীর গান—

— এক —

যতদূরে প্রিয়, যতদূরে যাও
হৃদয় রবে তব সাথে।
তোমারি স্মৃতি বুকে তোমারি স্বপনে
জাগিব নীরব রাতে॥
শূন্য-মন্দিরে রয়েছি একাকিনী
সুদূর পথপানে চাহি,
নয়নে ছল-ছল নামিল বাদল
হৃদয়-দেবতা নাহি;
সকল কামনা মম, লুকাল প্রলয় মেঘে
আঁধার ঘনাল আঁখিপাতে॥

—আঙ্গুরবালা

— দুই —

(রচয়িতা—চাঁদকাজী)

ঠান্‌দীর গান—

ওপার হ'তে বাজাও বাঁশী
এপার হ'তে শুনি।
অভাগিনী নারী আমি
সাঁতার নাহি জানি॥
ওপারের ও বাঁশী শুনে
আমি কেঁদে মরি।
বাঁচিনা বাঁচিনা সই
না দেখিলে হরি॥

—আঙ্গুরবালা

ঠান্‌দীর গান—

— তিন —

ফিরে এস, ফিরে এস, এস ফিরে।
লহ বুকে উন্মনা সখিটীরে॥
তুমি সুদূর পরপারে আছ দাঁড়ায়ে,
(মম) জীবন নদী গেল পথ হারায়ে;
(তার) জাগে মরু-প্রান্তর তীরে তীরে,
তুমি এস ফিরে॥
বসন্ত চলে যায় করুণ আঁখি,
(মোর) হৃদয় মাঝে কাঁদে থাকি থাকি;
ফেরে দখিনা পবন ঝরা কুসুম ঘিরে,
তুমি এস ফিরে॥

—আঙ্গুরবালা

— চার —

উপেনের গান—

আজি উৎসব ফাগুনের বনে বনে।
আজি উৎসব আমার বিরহী মনে॥
পুলক তন্দ্রা বিবশা যামিনী,
(আজি) ফিরে আসে সে অভিমানিনী;
হৃদয় দুয়ারে বাজে রিণি-রিণি
পদধ্বনি ক্ষণে ক্ষণে॥

—বিনয় গোস্বামী

— পাঁচ —

(রচয়িতা—বঙ্কিমচন্দ্র)

অমলা, নির্ম্মলার গান—

ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠেছে
বাঁশতলাতে জল।
আয় আয় সই জল আনিগে
জল আনিগে চল॥
বিনোদ-বেশে মুচকি হেসে
তুল্‌বো হাসির কল।
কলসী ধরে গরব ক'রে
বাজিয়ে যাব মল॥
গহনা গায়ে আল্‌তা পায়ে
কল্‌কাদার আঁচল
ঢিমে চালে তালে তালে
বাজিয়ে যাব মল॥
কত ছেলে খেলা ফেলে,
ফির্‌ছে দলে দল॥
কত বুড়ি জুজুবুড়ি
ধরবে কত ছল॥
আমরা বাজিয়ে যাব মল॥

—নদী—ভুঁদি

— ছয় —

উপেনের গান—

প্রিয়া আমার ভিন্‌দেশে যায় নদীর ওপারে।
(মোর) বুকের তলে জমাট আঁধার কাঁদছে এপারে॥
(ও ভাই কাঁদ্‌ছে এপারে)
মোর ভাবনায় উদাসী মন,
সজল চোখে ঘনায় স্বপন;
হারিয়ে গেল অন্তর ধন, আলোক আঁধারে॥

—বিনয় গোস্বামী

— সাত —

(রচয়িতা—বিদ্যাপতি)

সুভাষিণীর গান—

করবী ভয়ে, চামরী গিরি কন্দরে,
মুখ ভয়ে চাঁদ আকাশে।
হরিণী নয়ন ভয়ে, স্বর ভয়ে কোকিল,
গতি ভয়ে গজ বনব

—শেফালিকা (পুতুল)

— আট —

ঠান্‌দীর গান—

কোথা কৃষ্ণ কোথা রে,
আমি বৎস-হারা গাভীর মত
খুঁজি হেথা হোথা রে।
একবার হাম্বা-হাম্বা রবে, বাঁশী,
গোয়ালেতে বাজাও আসি ;
আসবে ছুটে মাসি-পিসি,
দড়ি নিয়ে হেথা রে॥

—আঙ্গুরবালা

— নয় —

উপেনের গান—

ওগো রাধে—
তোমার শ্রীঅঙ্গের পরশ লাগি'
অঙ্গ আমার কাঁদে।
আহা অঙ্গ ত' নয়,
যেন গন্ধমাদন হ'ল সহসা উদয় ;
একবার মুচ্‌কে হাস—
আড়-নয়নে আমার পানে
একবার ওগো মুচ্‌কে হাস—
ওগো রাধে॥

—বিনয় গোস্বামী

PRIMA FILMS LTD
CALCUTTA